দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 FEB 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

প্রতি বছরের মত এবারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তোড়জোড়। ভর্তির জন্য চার দফায় পরীক্ষা। আগামী মাসের ১৫ তারিখে শেষ পরীক্ষা।

গত বছরের নভেম্বর মাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাঁচ মাসের মাথায় ভর্তি পরীক্ষা। এসব পরীক্ষার ফলের জন্য আবার প্রতীক্ষা। যাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, তারা ভর্তি হবে। তবে কবে তাদের লেখাপড়া শুরু হবে, তা এখনও জানার উপায় নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর এক বছর 'বসে' থেকেও প্রতীক্ষার অবসান হবে না। আমাদের দেশে শিক্ষায় 'সিস্টেম লসের' প্রথম ধাপ। এর পরবর্তী ধাপ 'সেশন জ্যাম' নামক দুর্ভেদ্য জট।

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ৩৮৪৫। ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে ৪৩ হাজার। আবেদনপত্র বেচে বিশ্ববিদ্যালয় ২৫/২৬ লাখ টাকা পেয়েছে। সবার আশা, নির্বিঘ্নে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে এবং মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তার সকল রকম আয়োজন করা হবে।

প্রতিটি আসনের জন্য ১১/১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অবশ্য অনেকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন অথবা ইতিমধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছেন। তবুও সীমিত আসন সংখ্যার জন্য এত ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দেয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

দেশের সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার একটা ছাপ পাওয়ার জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য মোহ সৃষ্টি হয়েছে এক বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্যে। বাস্তব জীবনে এই ছাপের কতটা দাম পাওয়া যায় তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। নানা ডামাডোলের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কি শিক্ষা পায়, তা নিয়ে নানা সংশয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দরজায় ভিড়ের কমতি নেই।

রাজধানীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বড়াই করেন অনেকে। শিক্ষক ও পুরানো ছাত্ররা মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে না পারলে জীবন বৃথা। জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া চাই। জীবনে উন্নতির প্রথম সোপান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর দাম ও মান সমান হওয়া উচিত হলেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের সমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কাড়াকাড়ি।

প্রতি বছর আসনসংখ্যা বাড়াবার দাবী করা হয়। কিন্তু সেশন জ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, শিক্ষার মান আরো নীচে না নামিয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো অসম্ভব।

আবার প্রতি বছর এই সময়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাপ কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে, এসব আলোচনায় আবার ভাটা পড়ে। বর্তমানে যে সকল কলেজে স্নাতক ডিগ্রীর জন্য পড়ানো হয় তারা কয়েকজন শিক্ষক সম্বল করে কি করে ছাত্রছাত্রীদের কি পড়ান তার রহস্য উদ্ধার করা কঠিন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকগুণ শিক্ষক ঐ কাজ করে থাকেন। সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ-নির্বাচন-পদোন্নতি সরকারের এমন কঠোর নিয়মে বাঁধা যে, তা কলেজের শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর অন্তরায়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নানা ধরনের প্রস্তাব সরকারের ফাইলবন্দী অবস্থা থেকে আর মুক্তি পাচ্ছে না।

দেশে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে, এ অবস্থা কোন উন্নয়নকামী দেশের জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের গৌরবের বিষয় হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষায় সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দায় ও দায়িত্বের ভাগাভাগির অবসান করে সমন্বয় সাধন করা না হলে শিক্ষার পরিবেশে অসাম্যের অবসান হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমে যাবে না এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রাপ্ত ডিগ্রীর মান-মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠা বন্ধ হবে না।